

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ

করলো বার কাউন্সিলের দল

শ্রীমত বিবেকানন্দ ১৮ জানুয়ারি ৪ কৈরীর সরকারি সচিব বার কাউন্সিল
এর ইতিহাস এর সবচেয়ে উচ্চতমী এক পরিচালনাগত আয়। সেরাধার ইকফাই
বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্যাগোষ্ঠীতে স্থাপনা পরিদর্শন করেছেন। এই দল
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ইকফাই আইন কলেজের শিক্ষকের মন, পরিকাঠামো
এর উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে বুটয়ে সেছেন। পরিদর্শক দলের নেতৃত্বে রয়েছেন
মোহাম্মদ উজ্জ্বল আলমের বিশিষ্ট আইনজীবী ডাঃ জাহাঙ্গীর বাহু কাউন্সিলের
নির্বাহী সচিব। অপর কুমার শর্মা। অন্য সদস্যরা হলেন। জোজা কুমার হীকু,
জগদীশ্বর মুন্সি, কাকতি এবং ডাঃ জোজা হুসাইন বোর। পরিদর্শক দলের প্রধান
এর সপক্ষে আইনজীবী ও ডায়ালগি থেকে আলাদাভাবে সৌখিন। বিদ্যালয়ের
কন্যাগোষ্ঠী কন্যাসম্মানে শীঘ্রই পরিদর্শন দলটি ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন
পরিকাঠামো বুটয়ে সেছেন। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে ইকফাই আইন কলেজ
বার কাউন্সিল এর ইতিহাসের অনুসরণে ৪ বীকুজ লাভ করে। আনুমানিকভাবে
২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়।
পরবর্তী সময়ে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে আইন অনুমোদন বন্ধ করা হয়। কাউন্সিলের
কর্তৃক দিতে অনুমোদিত শিক্ষা কাউন্সিলের বীকুজ পরিদর্শন সপক্ষে এর
সঙ্গে দিন করেছেন। পাঠ্যক্রম বহু। ইকফাই আইন কলেজ কর্তৃক দিন
আজকে কলকাতার শ্রীমত জগদীশ্বর হীকুজ-এর একটি কোর্সে পড়ানো হয়। প্রাপ্ত
বীকুজ অনুসরণী প্রতিটি কোর্সে করে সর্বমোট ৪০ জন ছাত্রছাত্রী অধিক কন্যার
সংক্রমণ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১২-
১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য অনুমোদন চেয়ে বার কাউন্সিল এর ইতিহাস করে
আবেদন পর পাঠিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আইন পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।
এরূপে, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ছিপুরা এবং কন্যাগোষ্ঠীতে সেরাধার ফর
ডেডেনপটেই বহু আচরণ্য কাউন্সিল (বিদ্যালয়) এর যৌথ জায়গায় পদার
সম্প্রদায় মনোর ১.০০ দিনটি মাত্র পড়াতে কন্যার আনন্দ অর্থাৎ
শীক্রে এর কর্তৃপক্ষের আবেদন করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ উন্নয়ন কন্যার
ক্রিপ্তা ও পড়াতে এরূপে বসসিত জেনা পরিদর্শনের সনদা ঝরন থেকেই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্যাগোষ্ঠীতে কন্যাসম্মানে অধিকতর উন্নয়নশীল অনুষ্ঠানে
বিদ্যালয় অতিথির মধ্যে উপস্থিত থাকতে বিভাগ-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা
অনুরোধ করে। অধিকতর উন্নয়ন নাথ এবং সংস্থার আর্থনিক অবস্থা ডাঃ
আজিত সৌম্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য
উপাচার্য অফিসের শ্রীমত হালদার।